**গাজায় গণহত্যা ও আমাদের করণীয়**

**গাজায় চলমান ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রাণহানির প্রতিবাদে বৈশ্বিক ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়েছে। কর্মসূচির নাম ‘গ্লোবাল স্ট্রাইক ফর গাজা’।**

১. **সচেতনতা বৃদ্ধি:** গাজায় সংঘটিত গণহত্যার নৃশংসতা ও অমানবিকতা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরা। যেকোনো ধরনের গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ নিন্দনীয় ও বর্জনীয়—এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

২. **আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকা তুলে ধরা:** জাতিসংঘ ও অন্যান্য বৈশ্বিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকার, রক্তের মূল্য ও বৈশ্বিক নাগরিকত্বকে উপেক্ষা করছে—এ সত্যটি জোরালোভাবে বিশ্বসম্মুখে উপস্থাপন করা।

৩. **মিডিয়া সচেতনতা:** আন্তর্জাতিক মিডিয়ার পক্ষপাতিত্বমূলক সংবাদ ও প্রোপাগান্ডা থেকে সতর্ক থাকা। তাদের প্রচারিত তথ্য অন্ধভাবে গ্রহণ না করে যাচাই-বাছাই করা। গাজাবাসীর প্রতি তাদের বৈষম্যমূলক আচরণের উদাহরণ সামনে এনে জনসচেতনতা গড়ে তোলা।

৪. **শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও সমর্থন:** নিজ দেশের আইন ও শান্তিরক্ষণ নীতির মধ্যে থেকে গণহত্যার বিরুদ্ধে জোরালো নিন্দা ও সমর্থন জানানো। সামষ্টিকভাবে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, বিবৃতি ও প্রচারণার মাধ্যমে বিশ্বজনমত গঠন করা।

৫. **অর্থনৈতিক প্রতিরোধ:** গণহত্যায় জড়িত রাষ্ট্র ও সংস্থাগুলোর অর্থনৈতিক শক্তি দুর্বল করতে তাদের পণ্য ও সেবা বর্জন করা। বস্তুগত ও অবস্তুগত—সব ধরনের সমর্থন থেকে বিরত থাকা। আপনার নিজ নিজ এলাকার ব্যবসায়ীদের ইসরায়েলি পণ্য না রাখার আহবান জানানো এবং তাদের এ বিষয়ে সচেতন করা।

৬. **বর্জনীয় পণ্যের তালিকা প্রণয়ন ও প্রচার:** গণহত্যায় জড়িতদের সাথে সম্পর্কিত পণ্য ও ব্র্যান্ডগুলোর তালিকা তৈরি করে সামাজিকভাবে প্রচার করা। অধিক ব্যবহৃত পণ্যগুলো অগ্রাধিকার দিয়ে ধাপে ধাপে বর্জন কার্যক্রম জোরদার করা এবং এগুলোর ব্যবহার সামাজিকভাবে নিন্দনীয় করে তোলা।

৭. **বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুলে আলোচনা আয়োজনঃ** গণহত্যা ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ওপর শিক্ষামূলক কর্মশালা, সেমিনার এবং আলোচনা আয়োজন করা। তরুণদের সচেতন করে তাদের মধ্যে ন্যায়ের প্রতি প্রতিশ্রুতি জাগানো।

**মূল বার্তা:** গণহত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সচেতনতা, অর্থনৈতিক বর্জন ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মাধ্যমে আমরা ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নিতে পারি।

BDS: BOYCOTT| DIVESTMENT| SANCTIONS  
https://www.bdsmovement.net/